গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web : www.most.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ- এর ৭ম সভা

বৃহস্পতিবার
১৯ আশ্বিন; ১৪১৯
৪ অক্টোবর, ২০১২

সভাকক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সভাপতিঃ শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ

উপস্থিতিঃ পরিশিষ্ট - ১ এর তালিকা

কার্যবিবরণী

সূচনাঃ

সভার শুরুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ এর সহ- সভাপতি স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদকে স্বাগত জানান। তিনি সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে স্বাগত জানিয়ে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তারপর সভাপতির অনুমতিক্রমে তিনি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার এখন আর কল্পনা নয়, একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তা অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অতপর তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়াদি উপস্থাপন করার আহবান জানান। এরপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি POWER POINT - এ উপস্থাপনা করেন। তিনি উপস্থাপনার পটভূমিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ গঠনের জন্য নির্দেশের বিষয়টি উল্লেখ করে সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর নির্দেশে ১৯৭৫ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়।তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে এই পরিষদের সভাপতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫২ জন। সভার মোট আলেচ্যসূচি (বিবিধ সহ) ছিল মোট ১১টি। তিনি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের ৪টি কর্মপরিধি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করে আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়বস্তু গুলো তুলে ধরেন।

আলোচ্যসূচিঃ ১

বিগত ২৭ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) এর ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

১.১ আলোচনাঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের ৬ষ্ঠ সভা বিগত ২৭ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

১.২ সিদ্ধান্তঃ

১.২.১ কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় ২৭ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হ'ল।

আলোচ্যসূচিঃ ২

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (NCST) এর ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ আলোচনাঃ বিগত ২৭ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। অগ্রগতি প্রতিবেদনে ৪.২.১ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয় যে, বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ বাতিলকৃতদের মধ্য হতে জনাব শাহ আলিমুজ্জামানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে পিএইচডি করার জন্য দুই বছরের ফেলোশিপ বাবদ প্রায় ৫০,৪২০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে সভাপতি জনাব আলিমুজ্জামান পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরেছেন কিনা জানতে চান এবং শাহ আলিমুজ্জামান- সহ অন্যান্য ফেলোশিপ প্রাপ্তদের বিদেশে পড়া শেষে দেশে ফিরে আসার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য এবং তাঁদের দেশে ফিরে আসার বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

২.২ সিদ্ধান্তঃ

২.২.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর গৃহীত কার্যক্রমে পরিষদ সন্তোষ প্রকাশ করে। ফেলোশিপ প্রাপ্তদের পড়া শেষে দেশে ফিরে ফিরে তাঁরা কে কোথায় আছেন এ সংক্রান্ত তথ্য সহ মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে এবং তাঁদের দেশে ফিরে আসার বিষয়ে নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আলোচ্যসূচিঃ ৩

অনুমোদিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি- ২০১১ এর আলোকে প্রণীত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।

৩.১ আলোচনাঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি - ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং গত ০৪.০৭.২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে। ইসিএনসিএসটির ২০তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করার

উদ্যোগ নেয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় আলোচিত মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করে ইসিএনসিএসটির ২১তম সভায় অনুমোদিত হয় এবং এনসিএসটি এর ৭ম সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫টি উদ্দেশ্য, ১১টি কৌশলগত বিষয়বস্তু এবং ২৪৬টি করণীয় বিষয় সম্বলিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। করণীয় বিষয়সমূহকে স্বল্প মেয়াদী (১৮ মাস বা কম), মধ্য মেয়াদী (৫ বছর বা কম) এবং দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছর বা কম) তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া এনসিএসটি সেল গঠন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অর্থ মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং আইসিটি মন্ত্রী এনসিএসটি সেল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জোরালো মত প্রকাশ করেন।

৩.২ সিদ্ধান্তঃ

৩.২.১ বিস্তারিত আলোচনা শেষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ/ উপদেষ্টাদের অন্তর্ভূক্ত করে এনসিএসটি সেল গঠন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

৩.২.২ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি- ২০১১ এর কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধীনস্থ সংস্থায় প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধীনস্থ সংস্থা কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধীনস্থ সংস্থা ।

আলোচ্যসূচিঃ ৪

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের গবেষণামূলক প্রকল্প গ্রহণ।

1. Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin

2. Interaction between Haor and River Ecosystem

৪.১ আলোচনাঃ আলোচনায় অংশ নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দেয়া গবেষণা প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়ন হলে এ বিষয়ে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের একটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হবে এবং জ্ঞানের শূণ্যতা পূরণ (Knowledge Gap Fill-up) করার উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর বাস্তবায়নে ১৪৫.০০ (লক্ষ) টাকা ব্যয় হবে এবং এনসিএসটি এর খাত থেকে উক্ত অর্থ প্রদানের অনুরোধ জানান। পানি সম্পদ মন্ত্রী এ বিষয়ে একমত পোষন করে বলেন যে, এতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এমপি বলেন যে, Hydro- Electricity উৎপাদনসহ সিলেট অঞ্চলে পর্যটন এলাকা এবং মৎস্য খামার গড়ে তোলা সম্ভব হবে। সভাপতি বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এখন সহজেই প্রকল্প বাস্তবায়ন ও গবেষণা একসাথে করা সম্ভব এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষায়িত গবেষণার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

৪.২ সিদ্ধান্তঃ

৪.২.১ বিস্তারিত আলোচনা শেষে দেশের হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার সাথে প্রকল্প দু'টি পানি

সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নীতিগত অনুমোদন সর্বসম্মতিক্রমে প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচিঃ ৫

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট তহবিলের জন্য সরকারি অনুদান প্রদানের আবেদন।

৫.১ আলোচনাঃ আলোচনায় সদস্য সচিব এবং সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্টকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট তহবিলের জন্যে এককালীন ২০.০০ (কোটি) টাকা অনুদান প্রদানের অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, ফেলোশিপ নিয়ে যাঁরা পড়ালেখা করছে তাঁরা ইচ্ছা করলে ট্রাস্ট ফান্ডকে অনুদান দিতে পারেন এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এলামনাই এসোসিয়েশনের মাধ্যমে এরূপ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। ট্রাস্ট ফান্ডে প্রদত্ত অর্থে আয়কর অব্যাহতি প্রদানের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুদান প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে সভাপতি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

৫.২ সিদ্ধান্তঃ

৫.২.১ ফেলোশিপ প্রাপ্তদের এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এলামনাই এসোসিয়েশনের এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট হতে অনুদান সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে। অনুদান প্রদানকারীদের আয়কর রিবেট প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট ।

আলোচ্যসূচিঃ ৬

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর গঠন প্রসঙ্গে আলোচনা।

৬.১ আলোচনাঃ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় একটি গবেষণাধর্মী মন্ত্রণালয়। এখানে বিসিএসআইআর, পরমাণু শক্তি কমিশন এধরনের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, অধিদপ্তর সাধারনত রেগুলেটরি এবং প্রমোশনাল ইত্যাদি কাজ করে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এ কাজ করছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং ইউএনও। সে কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর না করে বরং এনসিএসটি সেলকে দক্ষ জনবল এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী করাটা বেশি যুক্তিযুক্ত হবে। খাদ্যমন্ত্রীও এ বিষয়ে একমত পোষন করে বক্তব্য রাখেন।

৬.২ সিদ্ধান্তঃ

৬.২.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে অধিদপ্তর না করে এনসিএসটি সেলকে দক্ষ জনবল এবং আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচিঃ ৭

প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা ।

৭.১ আলোচনাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি-২০১১ এর কর্মপরিকল্পনার আলোকে গবেষণা-লব্ধ ফলাফলকে জনকল্যাণে কাজে লাগানের জন্য প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সভাপতি, পরিবেশ মন্ত্রী ও উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভিসি সকলে একমত হয়ে বলেন যে, প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৌশলখাতে সমন্বিতভাবে গবেষণা কার্যক্রম বেগবান হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচনা কালে প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাব করা হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালায় প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি উল্লেখ আছে মর্মে সভাকে জানানো হয়।

৭.২ সিদ্ধান্তঃ

৭.২.১ প্রকৌশল গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচিঃ ৮

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয় ফেলোশীপের আওতায় পি,এইচ, ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য মাসিক ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

৮.১ আলোচনাঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফেলোশিপের আওতায় পি,এইচ, ডি এবং পোষ্ট ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য যে ভাতা দেয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। পি,এইচ, ডি ডিগ্রি অর্জনের জন্য ভাতা বৃদ্ধি করে ২০,০০০/- টাকা এবং পোষ্ট ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য ৩০,০০০/- টাকা ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জাতীয় ফেলোশীপ কর্মসূচীর আওতায় বাজেট বরাদ্দ ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভাপতি মন্তব্য করেন যে, পি,এইচ, ডি এবং পোষ্ট ডক্টরাল এ ধরনের কোর্সগুলো পরিনত বয়সে করতে হয় যখন সকলেরই লেখাপড়ার পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে কারনে প্রস্তাবটি যুক্তিযুক্ত তবে পিএইচডি করার জন্য মাসিক ভাতা ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা হওয়া বাঞ্চনীয় এবং ফেলোশিপ সময়াবদ্ধ (Time bound) হওয়াও জরুরী। বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান সভাকে জানান, ফেলোশিপ বৃদ্ধি করলে বিজ্ঞানীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা কমতে পারে। তিনি আরও জানান যে, বিসিএসআইআর এর ফেলোশিপ ফান্ড থেকে প্রস্তাবের সমপরিমান অর্থ ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। সভাপতি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ফেলোশিপ ফান্ড সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

৮.২ সিদ্ধান্তঃ

৮.২.১ তিন বছর ব্যাপী পিএইচডি ডিগ্রির জন্য মাসিক ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) এবং পোষ্ট ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য মাসিক ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা ভাতা বৃদ্ধির করার লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জাতীয় ফেলোশীপ কর্মসূচীর আওতায় বাজেটে ৫.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ।

আলোচ্যসূচিঃ ৯
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব।

৯.১ আলোচনাঃ সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের কারিগরি ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বনজ সম্পদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালীকরণার্থে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। তিনি আরও জানান যে, বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের গবেষণার কিছু কিছু সুফল ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পে ৮.০০ (আট) কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এনসিএসটি থেকে বরাদ্দ পাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৯.২ সিদ্ধান্তঃ

৯.২.১ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ।

আলোচ্যসূচিঃ ১০
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গাজীপুর জেলায় ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান।

১০.১ আলোচনাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আইন তৈরি হয়েছে। ৩৭.০০ (কোটি) টাকা ব্যয়ে ডিপিপি তৈরি হয়েছে। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মান সহ বিভিন্ন বিভাগের কোর্স অধ্যয়নের বিষয়াদি ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত আছে।

১০.২ সিদ্ধান্তঃ

১০.২.১ বিস্তারিত আলোচনান্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গাজীপুর জেলায় ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের লক্ষ্যে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আলোচ্যসূচিঃ ১১
বিবিধ বিষয়।

১১.১ ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজী সচল এবং শক্তিশালী করার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১.১.১ আলোচনাঃ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়। এনআইবি প্রতিষ্ঠিত হলেও যে উদ্দেশ্যে হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি লোকবলের অভাব এবং আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কাজ

করতে পারছে না। তিনি একমাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর করার নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে ন্যাশনাল বায়োটেকনোলজী পলিসি ২০১০ এবং কর্মচারীদের প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। এছাড়া জীব প্রযুক্তি নীতি ২০১২ মন্ত্রী সভায় উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মূখ্য সচিব সভাকে জানান যে, এ সরকারের আমলে রাজস্বখাতে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে এবং গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

১১.১.২ সিদ্ধান্তঃ দ্রুত বায়োটেকনোলজি সেল গঠনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে গবেষণা কার্যক্রমে গতি নিয়ে আসতে হবে।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এনআইবি।

১১.২ ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন সায়েন্স এন্ড এডুকেশন (Islamic World Conference on Science & Education) ।

১১.২.১ আলোচনাঃ বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন সায়েন্স এন্ড এডুকেশন এর ২য় কনফারেন্সটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, প্রথম কনফারেন্সটি ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি বড় ধরনের কনফারেন্স। যাতে বিশ্বের সকল সদস্য মুসলিম রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কনফারেন্সটি আয়োজন করবে।

১১.২.২ সিদ্ধান্তঃ ইসলামিক ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন সায়েন্স এন্ড এডুকেশন অনুষ্ঠেয় ২য় কনফারেন্সটি বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আয়োজন করবে মর্মে পরিষদ অবহিত হলো।

বাস্তবায়নের দায়িত্বঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১১.৩ বিজ্ঞানীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান।

১১.৩.১ আলোচনাঃ খাদ্য মন্ত্রী সভাকে অবহিত করেন যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ দেশে সুযোগ সুবিধা না থাকায় ৯৫% বিদেশে চলে যাচ্ছে, তাদের দেশে ধরে রাখতে হলে যথাযথ বেতন কাঠামো, বয়স বৃদ্ধি ইত্যাদি সুবিধা দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১১.৩.২ আলোচনাঃ প্রফেসর সুলতানা সফি সভাকে অবহিত করেন যে, সার্ক মেটেরিওলজিক্যাল সেন্টার এবং স্পার্রসো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ হলেও বিজ্ঞানের প্রধান দুটি বিষয় নিয়ে কাজ করে বিশেষ করে মহাকাশ গবেষণা। সাম্প্রতি বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইতোমধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের ও স্যাটেলাইট আছে কিন্তু আমরা এখনো পারিনি। বিশেষ করে সার্ক মেটেরিওলজিক্যাল সেন্টারটি খুবই অবহেলিত। তিনি এনসিএসটি থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ এবং শক্তিশালীকরণের আবেদন জানান। সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান যে, বিষয়টি নিয়ে সরকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

১২. সভায় উপস্থিতি এবং আলোচনায় প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সদয় সমাপ্তিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

৮/১০/১২
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য- সচিব
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ

৮/১০/১২
স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ও
সহ- সভাপতি
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ

৯/১০/১২
শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভাপতি
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ

১৯ আশ্বিন, ১৪১৯/৪ অক্টোবর, ২০১২ সকাল ১০.০০ টায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ- এর
৭ম সভায় উপস্থিত সদস্য, আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণের তালিকা

(ক) এনসিএসটি- এর মাননীয় সদস্যবৃন্দঃ

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

৪। মাননীয় মন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

৫। মাননীয় মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয়

৭। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৮। মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৯। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

১০। মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়

১১। মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৪। প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১৫। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১৬। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৭। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সংসদ সদস্য

১৮। জনাব ইমরান আহমদ, সংসদ সদস্য

১৯। জনাব মুরাদ হাসান, সংসদ সদস্য

২০। জনাব এ, কে, এম, এ, আউয়াল (সাইদুর রহমান), সংসদ সদস্য

২১। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২। সিনিয়র সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৩। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

২৪। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

২৬। সচিব, অর্থ বিভাগ

২৭। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

২৮। সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২৯। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৩০। ভারপ্রাপ্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

৩১। ভারপ্রাপ্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়

৩২। উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩। উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩৪। উপাচার্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

৩৫। উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

৩৬। উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৩৭। উপাচার্য, ইসলামিক ইউনির্ভাসিটি অব টেকনোলজি

৩৮। প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, উপাচার্য, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

৩৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

৪০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

৪১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

৪২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

৪৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল

৪৪। চেয়ারম্যান, বাংলদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস

৪৫। প্রফেসর ড. সুলতানা সফি, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান (প্রাক্তন) পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

৪৬। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪৭। অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ (বিদ্যুৎ সচিব এর প্রতিনিধি)

৪৮। উপ- উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (উপচার্য এর প্রতিনিধি)

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১। সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব- ১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৪। মহাপরিচালক- ১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৫। পরিচালক- ৮, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব- ১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রটোকল অফিসার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২। যুগ্ম- সচিব (উন্নয়ন), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৩। যুগ্ম- সচিব- ২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৪। উপ- সচিব, অধিশাখা- ১০, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৬। সচিববের একান্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৭। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

৯। সিস্টেম ম্যানেজার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়